দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...20 JAN 1986...
পৃষ্ঠা... ...1... কলাম...1...

14

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ৬ই মাঘ, ১৩৯২

বেসরকারী সাধারণ স্কুলের সমস্যা

স্কুলে ভর্তির পরীক্ষা শেষ হয়েছে। নামী ও সরকারী স্কুলগুলোর সীমিত আসন লাভের জন্য অসংখ্য প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণার পর বাকী কাজও ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভাল স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাওয়া অনেকটা লটারীর পুরস্কার লাভের মতোই ব্যাপার। এসব বিদ্যালয়ে যারা ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে, বিফল ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তাদের দশ গুণেরও বেশী। ভর্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ এই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর অধিকাংশই অতঃপর বাধ্য হয়ে মুখ ফেরাবে অখ্যাত সাধারণ স্কুলগুলোর দিকে। খ্যাতহীন স্কুলে পরীক্ষার ঝামেলা নেই। নামকরা ও সরকারী বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে ভর্তি করার ঝোঁকে অভিভাবকরা প্রথমে এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে তাকান না। ফলে ভর্তির জন্য দরখাস্ত পড়ে খুবই কম। যত আসন খালি হয়, প্রথম দফায় তার অর্ধেক দরখাস্তও পড়ে না। এসব খালি আসন পূরণ হয় 'আগে এলে আগে পাবে' ভিত্তিতে। শহরাঞ্চলের কোন কোন স্কুলে শূন্যস্থান পূরণের পরেও বাড়তি দু/চারটে আসনের ব্যবস্থা করা হয়, আসলের পরে ফাও-এর মতো। মফস্বলের আর কিছু স্কুলে শূন্যতা থেকেই যায়।

নাম নেই, আবার সরকারী নয় এমন স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করানোর আগ্রহ অভিভাবকদের স্বভাবতঃই কম। বাচ্চাদের ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না তাই নাচার হয়ে এমন স্কুলে তাদেরকে পাঠান। এ অনিচ্ছার কারণ প্রথমতঃ এসব স্কুলে পড়ালেখা করে ভাল ফল দেখানোর সুযোগ কম। দ্বিতীয়তঃ এ ধরনের স্কুলে ছেলেমেয়ে পড়ানোর যা খরচ অনেকের পক্ষে তা কুলানো কষ্টকর। আগে থাকতে নাম-ডাক আছে এমন কিছু বেসরকারী স্কুল থাকলেও সেগুলোতে বড়লোকদের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্যদের ঢুকবার সুযোগ কম। ছাত্র বেতনের আয় থেকে তাদের খরচ পুষিয়ে যায়। সরকারী স্কুলের যাবতীয় খরচ সরকারই বহন করেন। সুতরাং এগুলোতে ছাত্র বেতনের হার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই পড়াশুনার দিক থেকে খুব নাম না হলেও মধ্যম আয়ের অভিভাবকরা এসব স্কুলের দিকে প্রথম ঝোঁকেন এবং শেষে অনন্যোপায় হয়ে বেসরকারী সাধারণ স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্তি করান।

স্কুলে শিক্ষার বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশীরভাগ এইসব বেসরকারী সাধারণ স্কুলে যেভাবে হোক পড়াশুনা করে। কারণ খ্যাতিমান ও সরকারী স্কুলের সংখ্যা খুবই সীমিত। অনুমোদিত বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতনের একাংশ সরকারী কোষাগার থেকে দেয়ার ব্যবস্থা হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্য যাবতীয় খরচ চালাতে হয় ছাত্র বেতনের আয় থেকে। প্রয়োজনের তুলনায় এই আয় অনেক কম বলে এসব স্কুলের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন কম এবং তাও আবার অনেক সময় বাকী পড়ে থাকে। শিক্ষার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করা যায় না, ঘর-দরজা ভেঙ্গে পড়তে থাকলেও সেসব মেরামত করা কিংবা নতুন ঘর তৈরী করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কারণ টাকা-পয়সার অভাব। ছাত্র বেতন বাড়িয়ে এতসব প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ ইতিমধ্যে এই বেতন হার যে পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে অনেকে তাই-ই দিতে পারছে না। এর ওপর আরো বাড়ানো হলে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা পালাই পালাই করবে। সুতরাং সাধারণ বেসরকারী স্কুলগুলো রীতিমতো সংকটেই পড়েছে। মফস্বলে তো বটেই, বড় বড় শহরে এমন কি এই রাজধানীতেও সংকটাপন্ন সাধারণ স্কুলের সংখ্যা কম নয়। শিক্ষার উন্নতি করতে হলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যার বিষয় মন দিয়ে বুঝে তার প্রতিকারও করতে হবে। কারণ দেশের বেশীরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ঠাই এসব স্কুলেই মেলে।

শিক্ষার উন্নয়নে সরকারের বিরাট বিরাট পরিকল্পনার কথা সবসময়েই শুনা যায়। তৃতীয় পাঁচসালা উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে এক হাজার তিনশ' সত্তর কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা কোন কোন কাজে কিভাবে ব্যয় করা হবে সে আলোচনায় না গিয়ে কেবল এটুকুই বলতে হয় যে, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক পর্যায়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে তাদের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা না করে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনায় এদের সমস্যা সমাধানের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। স্কুলের দুর্দশার খবর পত্রিকায় কম ছাপা হয় না। জেলা ও উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তারা নিশ্চয়ই জানেন, তাঁদের এলাকার কোন্ স্কুল কিভাবে চলছে। এসবের ভিত্তিতে সংকটাপন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের জন্য জরুরী কর্মসূচী নিয়ে সরকার তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য উদ্যোগী হতে পারেন। যেসব দালান ভেঙ্গে পড়ছে তার জন্য নতুন দালান তৈরী যার আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামের অভাব, তাদেরকে সেগুলোর জন্য অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজনের কথা নিশ্চয়ই সরকারকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। স্কুলের সাজসরঞ্জাম, লাইব্রেরী-ল্যাবরেটরী, প্রয়োজনীয়-সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক প্রভৃতির ব্যবস্থা করা গেলে মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক নামী স্কুলে ভর্তির জন্য ভিড় কমে, সাধারণভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নেও সহায়তা হয়।